জলবায়ু বার্তা

জানুয়ারি ২০১৮ থেকে কোস্ট ফাউন্ডেশন উপকূলীয় ৭ টি জেলায় “Climate Justice Resilient Fund-CJRF” শিরোনামে ’র প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে, যা আগামী সেপ্টেম্বর ২২ পর্যন্ত চলমান থাকবে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- cÖKíi D‡Ïk¨ n‡"Q `yh©M SuyK nªvm (wWAviAvi), Rjevqy cwieZ©b Ges RjevqySuyK‡K cÖwZ Kivi KviYmgn- nªvm Ki‡Z Z_¨ Ges wk¶v myeav cÖ‡bi gva¨‡g ÿwZMÖ KwgDwbwUi mÿgZv AR©bi PPª©‡jv k¦³kvjx Kiv, ‡bZ‡Zi mv‡_ bvMwiK mgv‡Ri ‡bUIqwK©Ges Avacivg‡k© gva¨‡g cÖšÍGes RjevqySuyKc¥©GjvKvq miKvix Abyk¨jb e¨e¯'vi k¦³kvjxKiY Ges myeavw` mn¤úªkvwiY Kiv, Avq nªvm Kgv‡Z DcKj¨xq KwgDwbU‡Z RjevqyAwf‡hvwRZ Avqe„×gj‡K ‡Kškj Ges BbcyU mnvqZv cÖb Kiv Ges cÖ‡ii gva¨‡g A ©bwZK wbivcËv wbðZ Kiv|

‘‘প্লাষ্টিকের ব্যবহার আর নয়’’ কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা

wK‡kvix ‡K‡›`ªi m`m¨iv cøwóK e¨envi Kwg‡q cwi‡e‡ki Ae¶q ‡iv‡a KwgDwbwU wfwËK cÖPviYv Pvjv‡"Q| প্লাষ্টিকের ব্যবহার কমিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা থেকে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের সহায়তায় কিশোরী কেন্দ্রের একটি ধারাবাহিক উদ্যোগ।

এই বিষয়ে কুতুবদিয়া উপজেলার আলী আকবর ডেইল কিশোরী কেন্দ্রের শিক্ষক জেসমিন আক্তার বলেন, বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের অংশগ্রহণে এই প্রচারণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। পলিথিন বা প্লাষ্টিক পরিবেশ দূষণের অন্যতম একটি প্রধান কারন। যত্রতত্র ও যথেচ্ছ ব্যবহারের কারণে তা ব্যাপকভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে, এবং এর ব্যবহার দিন দিন আরো বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। পলিথিন মাটিতে গেলে ক্ষয় হয় না বা মাটির সঙ্গে মিশে যায় না। প্লাষ্টিক থাকলে ভূগর্ভস্থ পানি আর পলিথিনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। মাটির স্তরে পানি প্রবেশ চরমভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। পলর্থিনি জলাবদ্ধতা সৃষ্টি সহ কৃষি জমরি উর্বরতা বৃদ্ধতিে প্রতবিন্ধকতা সৃষ্টি করছে,অথচ এই ব্যাপারে আমাদের এখানে কেউই সচেতন না।

‘‘ প্লাষ্টিকের ব্যবহার আর নয়’’ শীর্ষক এই প্রচারণার মাধ্যমে পরিবেশের বিপর্যয় ঠেকাতে সকলকে সচেতন হবার পাশাপাশি স্ব-স্ব অবস্থান থেকে কমিউনিটিতে এই প্রচারণাা পরিচালনার আহবান জানানো হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পলিথিনের ব্যবহার কমাতে হবে, আলী-আকবর ডেইল কিশোরী কেন্দ্রের উদ্যোগে জনসচেতনতা মূলক প্রারণা কার্যক্রম, ২৬ জানুয়ারি,২০২২, আলী আকবর ডেইল, কুতুবদিয়া,ছবি- শাহাদাত হোসেন,

জলবায়ু অভিযোজন কৌশল ক্ষতিগ্রস্থ নারী’র ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে, কার্যক্রম পরিদর্শনকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার

জলবায়ু অভিযোজিত আয়বৃদ্ধিমূলক কৌশল সমূহ পরিদর্শণকালে উপকারভোগীদের মতামত গ্রহণ করছেন জনাব আল নোমান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার চরফ্যাশন, ভোলা। ছবি-আতিকুর রহমান

‘‘জলবায়ু অভিযোজিত আয় বৃদ্ধিমূলক কৌশলগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলো এখন জলবাদ্ধ ও পতিত জমিতে সারা বছর ধরেই সবজি চাষ করতে পারছে, পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ নারীরা এখন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে ’’ গত ২৭ জানুয়ারি ২০২২ ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার, চর মাদ্রাজ ইউনিয়নে, কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প কতৃক বাস্তবায়িত জলবায়ু অভিযোজিত আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কৌশল সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিদর্শন ও উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময় শেষে এই মন্তব্য করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব আল নোমান।

পরিদর্শণকালিন সময়ে তিনি বস্তা, বেড পদ্ধতিতে সবজ্বি চাষ এবং মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন কার্যক্রমগুলো পরিদর্শন করেন এবং উপকারভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের অভিযোজন সক্ষমতা বাড়াতে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য তিনি কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পকে ধন্যবাদ জানান, তিনি যোগ করেন যে এই ধরনের উদ্যোগ অর্থনৈতিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তিনি নারী ও কিশোরীদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ণ প্রশিক্ষণের আয়োজন, স্বাস্থ্য-স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বাল্যবিবাহ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে আরও উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন।

অবরোধকালীন সময় নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু করলে কেউই আর বাদ যাবে না; অনিবন্ধিত জেলেদের মতামত

অবরোধকালীন সময়ে জেলে নিবন্ধন প্রক্রিয়া কার্যক্রম শুরু করার সুপারিশ করেন অনিবন্ধিত জেলেরা, তারা মনে করেন ঐ সময় প্রত্যেকেই নিজেদের এলাকায় অবস্থান করে তাই নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করলে আর কারো বাদ পড়ার সম্ভাবনাই থাকে না, কিন্তু অন্য সময় এই নিবন্ধন কার্যক্রম চালু করলে অনেকেই নিবন্ধন করার সুযোগ পায় না, কারন তখন মাছ ধরার জন্য তারা গভীর সমুদ্রে অবস্থান করে, তাই তারা নিবন্ধনের বাহিরে থাকে এবং সরকারি সামাজিক সুরক্ষা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

কুতুবদিয়া উপজেলার আলী আকবর ডেইল ক্ষুদ্র জেলে দলের সদস্য বলরাম দাস বলেন সরকারের যে কোন মানবিক সহায়তা পেতে হলে জেলে নিবন্ধন আবশ্যক, অথচ উপকূলীয় এলাকার অনেক প্রান্তিক জেলেই সরকারের বিভিন্ন প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শুধু মাত্র নিবন্ধন না থাকার কারণে। নিবন্ধন না থাকার পেছনে উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সময় সাগরে মাছ ধরার জন্য অবস্থান করা অন্যতম একটি প্রধান কারন, এই বিষয়ে নিবন্ধনবিহীন জেলেরা আমাদের কাছে সুপারিশ করছে যেনো অবরোধ কালনি সময়ে এই কার্যক্রম শুরু হরা হয়। কারন তাদের প্রত্যেককেই মহাজনের নির্দেশে সাগরে যেতে হয় চাইলেও ঐ সময় অবস্থান করার সুযোগ থাকে না।

আলী আকবার ডেইল ক্ষুদ্র জেলে দলের সভাপতি সজীব দাস বলেন আমরা অনিবন্ধিত জেলেদের তালিকা তৈরি করছি, তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে আমরা এই তালিকা উপজেলা মৎস্য বিভাগের কাছে জমা দেবো এবং অবরোধকালীন সময়ে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরুকরার জন্য আমরা সুপারিশ করবো।

ক্ষুদ্র জেলে দলের সদস্য বজহরি, বলরাম ও সজীব দাস ঘাটে ঘাটে গিয়ে নিবন্ধন হয়নি এমন জেলেদের তালিকা তৈরি করছে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করছে- আলি আকবর ডেইল মাছ ঘাট ,কুতুবদিয়া, ছবি- শাহাদাৎ হোসেন, সিজেআরএফ

বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ; বছরজুড়েই আয়ের সুযোগ

বেড পদ্ধতিতে মরিচ, মিষ্টি কুমড়া, পুইশাক সহ অন্যান্য সবজির চাষ করেছেন হুজাইফা বেগম, চলতি মৌসুমে শুধু মরিচ বিক্রি করেছেন প্রায় ১৫০০ টাকার মতো, ঘিলাবাড়ি, ৭ নংওয়ার্ড কৈয়ারবিল, কুতুবদিয়া। ছবি-শাহাদাৎ হোসেন, টিও, কুতুবদিয়া।

জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের কাছে বেড পদ্ধতিতে সবজি চাষ ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিশেষ করে লবণাক্ততা, বন্যা ও বর্ষা মৌসুমে জমি ডুবে যাওয়ার কারণে এ পদ্ধতিতে সবজি চাষ করা হচ্ছে। গৃহস্থালি ও অন্যান্য কাজের পাশাপাশি বছরজুড়েই তারা এখন সবজি চাষের সুযোগ পাচ্ছেন, এবং আয় করছেন। একজনের সফলতা দেখে অন্যরাও এভাবে এগিয়ে আসছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব উপকূলীয় এলাকার মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে আবাদি জমিগুলো অনুর্বর জমিতে পরিণত হচ্ছে পাশাপাশি জলবাদ্ধতা, বন্যা সহ অন্যান্য দুর্যোগের কারনে স্থানীয় লোকজন সবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষে ব্যর্থ হচ্ছে।

উপকূলীয় এলাকার নারীরা এখন বেড পদ্ধতি ব্যবহার করে সারা বছরজুড়েই পালংশাক, মুলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাল শাক, শিম, লাউ, মিষ্টি কুমড়া ও মরিচের মতো সবজি চাষ করছেন। পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে স্থানীয় বাজারে শাকসবজি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করছে, যা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া সহ অন্যান্য খরচ যোগাতে সহায়তা করছে।

বাংলাদেশের অধিক জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চল ভোলা ও কুতুবদিয়া উপজেলার ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটেতে জলবায়ু-সহনশীল আয়-উৎপাদন কৌশলগুলো 'র সম্প্রসারণে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প কাজ করছে। প্রচারণামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি, উপরোক্ত চাষের কৌশলগুলি উপকূলীয় পরিবারগুলির মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে বিতরণ করা হচ্ছে । তাদের আয় উন্নতি পর্যবেক্ষন করে ইতিমধ্যে অনেক নারীরা এই পদ্ধতিতে সবজি চাষ শুরু করেছে এবং প্রতি মাসে গড়ে ২-৩ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করছেন।

কর্মসূচী অংশগ্রহণকারীদের সাথে ত্রৈ-মাসিক মতবিনিময় সভা

গত ২৭ জানুয়ারী ২০২২ ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার হাজারীগঞ্জ ইউনিয়নে সিজেআরএফ প্রকল্পের কর্মসূচী অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্পের ত্রৈমাসিক ভিত্তিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের সেবার মান বিষয়ে তারা বিভিন্ন মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন।

কর্মসূচী অংশগ্রহণকারীরা বলেন এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা জলবায়ু পরিবর্তন এবং অভিযোজন কৌশল বিষয়ে জানতে পেরেছে, এখন তারা অভিযোজন কৌশলগুলো চর্চা করছে এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছে। তারা দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতির বিষয়গুলো অনুসরণ করছে, যে কারণে জীবন ও সম্পদের ক্ষতির অনুপাত বিগত দিনের তুলনায় কমেছে। এছারাও বাল্য বিয়ের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে অবগত হয়েছে এবং অঙ্গীকার করেছে যে তাদের মেয়েদের আর বাল্য বিয়ে দেবেন্।

পাশাপাশি তারা বেশ কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করেন তারমধ্যে আরো নতুন নতুন অভিযোজন কৌশল সম্পৃক্ত করা, আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলো যথা সময়ে সরবারাহ করা এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের উপর দীর্ঘমেয়াদী কারিগড়ি প্রশিক্ষন এর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

মতবিনিময় সভায় কর্মসূচী অংশগ্রহণকারীরা প্রকল্পের সেবার মান বিষয়ে তাদের বিভিন্ন মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেন, হাজারীগঞ্জ, চরফ্যাশন, ২৭ জানুয়ারি ২২ ,ছবি: স্বপ্না বেগম সিজেআরএফ।

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে "সিজেআরএফ" প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:
এম. এ. হাসান, প্রোগ্রাম হেড-কোস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্প।
মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩৩, hasan@coastbd.net
প্রকল্প কার্যালয়- শ্যামলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত www.coastbd.net